সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-২৫

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/০২/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২০/০১/২০২১
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☏৯৫৭৪৫৩৪
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. জনাব মো: মাহবুব-এ-এলাহী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (প্রেষণে)
১৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ডিসেম্বর ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি** (নিচের সারণি দ্রষ্টব্য) **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ২টি মামলা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে জনাব তামিনা তাসমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। অপর মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করে ২৫/১১/২০২০ তারিখে জারি করা হয় এবং ০২/১২/২০২০ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।	(ক) অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তামিনা তাসমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী এর কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ-এর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	নভেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	ডিসেম্বর'২০ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	০০	০২	০০	০০	০০	০২
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
বিআরটিএ	১৮	০০	১৮	০১	০০	০১	১৭
বিআরটিসি	২৮	০২	৩০	০৮	০০	০৮	২২
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪৯	০২	৫১	০৯	০০	০৯	৪২

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, জানান, সওজ অধিদপ্তরে চলমান ১টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ শুরু এবং অযথা সময় নষ্ট না করে বিধিমোতাবেক যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ শুরু এবং বিধিমোতাবেক যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, নভেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা ছিল ১৮টি। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি এবং কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭টি। ১৭টি মামলার মধ্যে ৫টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। আদালতে ৪টি ও দুদকে ১টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষামান রাখা হয়েছে। ১টি মামলা শুনানি শেষে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১টি মামলায় আইন অধিশাখার মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া, তদন্তাধীন পর্যায়ের ৫টি মামলার প্রতিবেদন দ্রুত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলার পূর্ববর্তী জের ২৮টি। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ০৮টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২২টি। চলমান মাসে আরো বেশ কিছু মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভাব হবে।	বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ২২টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ডিসেম্বর ২০২০ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল: সংস্থার পক্ষে	মামলার ফলাফল: বিপক্ষে	মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
সওজ	৩২১৪	০২	৩২১৬	১৩	১২	০১	৩২০৩
বিআরটিএ	২৭০	০৫	২৭৫	০২	০২	০০	২৭৩
বিআরটিসি	৯২	০১	৯৩	০০	০০	০০	৯৩
ডিটিসিএ	০৩	০০	০৩	০০	০০	০০	০৩
মোট	৩৫৭৯	০৮	৩৫৮৭	১৫	১৪	০১	৩৫৭১

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি এ বিভাগের যুগ্মসচিব (আইন)সহ দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, নভেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার ছিল ৭২টি। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৭১টি। আইন অধিশাখা হতে মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে নভেম্বর'২০ মাসে ১ম শ্রেণির মামলার ছিল ১৫টি। ডিসেম্বর'২০ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি (সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির নভেম্বর'২০ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১৪টি। ডিসেম্বর'২০ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ-এর ০৪টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২১৪টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর'২০ মাসে ২টি মামলা রুজু এবং ১৩টি মামলা মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০৩টি। পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের নিয়ে গত ০৯/১২/২০২০ তারিখ একটি সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় প্রতিমাসে পেন্ডিং মামলা নিয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্যানেল	(১) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য প্যানেল আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়মিত সভা করা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ২৭০টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি ও ৫টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৭৩টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে, আগামী সপ্তাহে নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং দ্রুত আইনজীবী নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৯২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। বিবেচ্যমাসে ০১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯৩টি। গত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলাগুলো কেস টু কেস Varify করা হয়েছে। মামলাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই শুনানী ও স্থগিতাদেশ অবস্থায় আছে। এছাড়া, ৪টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে যার মধ্যে ২টি মামলায় কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং লীজ সংক্রান্ত ২টি মামলায় কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়ি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে করণীয় ও মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিআরটিসি'র প্যানেল আইনজীবীদের সাথে আলোচনা হয়েছে; তারা বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে দেখবেন এবং আগামীতে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে মর্মে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভাকে অবহিত করেন। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩টি। তন্মধ্যে ২টি কনটেম্পট ও ১টি রীট মামলা রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৭০	১১৩২	৫,৬২৮	৬১০	-	৭,৩৭০	১ (অ:)	৭,৩৬৯
বিআরটিসি	১১৯১	১৬৪	৯৩৬	৯১	-	১১৯১	-	১১৯১
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৬	৫	১১	-	_	১৬	-	১৬
ডিএমটিসিএল	১১	০২	০৯	-	-	১১	১ (অ:)	১০
মোট	৮,৮৭৫	১,৩৫৪	৬,৮১৯	৭০২	-	৮,৮৭৫	২ (অ:)	৮,৮৭৩

সিনিয়র সহকারি সচিব (অডিট) জানান যে, নভেম্বর ২০২০ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৮৭৫টি। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৮৭৩টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- (ক) এ বিভাগের ৬টি (সাধারণ ৫টি ও ১টি অগ্রিম) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতের নিমিত্ত সকল তথ্যাদি পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর থেকে একটি আপত্তির (অগ্রিম অনুচ্ছেদ-০৫, ২০১২-২০১৩) বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অধিকতর তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে। এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে চাহিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। খুব শিঘ্রই কার্যবিবরণী প্রেরণ করবে মর্মে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে।	(ক) এ বিভাগের ৬টি (সাধারণ ৫টি ও ১টি অগ্রিম) আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) সাধারণ অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পরিসংখ্যানগত যে তথ্য চাওয়া হয়েছিল সে অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তর হতে যে সংখ্যাগত তথ্য প্রেরণ করেছে তাতে গড়মিল মনে হয়েছে অর্থাৎ সঠিকভাবে সাধারণ অডিট আপত্তিগুলো যাচাই করে নিরুপন করা হয়নি। পুরানো তালিকারভিত্তিতে সাধারণ অডিট আপত্তিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই মাঠ পর্যায়ে হতে সাধারণ অডিট আপত্তির তালিকা সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(খ) (১) ১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পরিসংখ্যানগত তথ্য মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করে সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ডিটিসিএ'র DUTP প্রকল্পের ৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আগামী ২১/০১/২০২১ তারিখে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক বিভাগ, মুন্সিগঞ্জ ও খাগড়াছড়ি এর ৮টি (৪+৪) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯/০১/২০২১ তারিখ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অধিক সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে সিএন্ডএজি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি আরো অবহিত করেন প্রায়শই সওজ অধিদপ্তর যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নির্ভুল ও উপযুক্ত প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেনা। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। সওজ অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
		(খ) (২) অধিক সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে আলোচ্য বিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে সিএন্ডএজি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
		(খ) (৩) সওজ অধিদপ্তর হতে যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নির্ভুল ও উপযুক্ত প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
		(খ) (৪) ডিটিসিএ'র DUTP প্রকল্পের ৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
		(খ) (৫) সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল) জানান, নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১১টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঙ) উপসচিব (বাজেট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫/০৬/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব একই তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৫.</td><td colspan="2">
<u>পেনশন কেইস:</u>
<table>
<tr><th colspan="2">সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/
অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা</th><th>বিগত মাস হতে আগত</th><th>বিবেচ্যমাসে আগত</th><th>মোট</th><th>বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td><td>দীর্ঘ পেন্ডিং</td></tr>
<tr><td>১৮</td><td>৩</td><td>২১</td><td>৬</td><td>১৫</td><td>সাময়িক পেন্ডিং</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সওজ অধিদপ্তর</td><td>২২</td><td>৩</td><td>২৫</td><td>৩
(মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ)</td><td>২২</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>.</td><td>৮</td><td>৮</td><td>৮</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">বিআরটিসি</td><td>২৪৫</td><td>৪</td><td>২৪৯</td><td>-</td><td>২৪৯</td><td>গ্র্যাচুইটি</td></tr>
<tr><td colspan="2">বিআরটিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>২৮৬</td><td>১৮</td><td>৩০৪</td><td>১৭</td><td>২৮৭</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
ক.সওজ:
উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান-
(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের প্রতিবেদন সওজ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন চেয়ে অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর পেনশন কেইসটি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(২) সওজ অধিদপ্তরের অক্টোবর মাসে ১৮টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন ছিল। বিবেচ্যমাসে ৬টি পেনশন কেইস নিষ্পন্ন এবং ৩টি পেনশন কেইস অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১৫টি। উক্ত পেনশন কেইসসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট আপত্তির রিপোর্ট প্রদানের জন্য এ বিভাগের অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত মতামত প্রদান/অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে বর্তমানে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অডিট সফটওয়্যারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের পরিচিতি নম্বর অনুসন্ধানে সাময়িক সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আইসিটি ইউনিট-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সওজ অধিদপ্তরের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর সাথে আলোচনা হয়েছে। সওজ এর ডাটা স্থানান্তরের কাজ চলমান থাকায় সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে মর্মে উভয় পক্ষ অবহিত করেন। এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করে সফটওয়্যারে সমস্যা সমাধান ও বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে অডিটের তথ্য পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ও সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
</td><td>
(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট আপত্তির বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে অডিট শাখা হতে প্রতিবেদন দিতে হবে।

(২) (ক) সাময়িক পেন্ডিং ১৫টি পেনশন কেইসের নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) (খ) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন ও বিধিমালা ২০২০ অনুসারে পেনশন পরিশোধের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
(২) (গ) এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করে অডিট সফটওয়্যারে সমস্যা সমাধান ও বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে অডিটের তথ্য পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট</td></tr>
<tr><td></td><td>
খ. বিআরটিসি:
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর'২০ মাসে ৬,৮৮,১০৩.৫০/- (ছয় লক্ষ আটাশি হাজার একশত তিন) টাকা গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে।
</td><td>অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সহকারী সচিব (বিআরটিসি)</td></tr>
<tr><td></td><td>
গ. বিআরটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারির পেনশন নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে পেনশন কেস নিষ্পত্তির কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি।
</td><td>বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০২০:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মহাসড়ক আইন, ২০২০ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক কর্তৃক গত ২৯/১২/২০২০ তারিখ নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আইনটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন যে আইনটি ভেটিং পর্যায়ে গেলেও এটিতে কোথাও কোনো সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে কিনা মন্ত্রণালয় ও সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে ভেটিংয়ের সময় তা সংশোধন বা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ/আলোচনা করা যেতে পারে। মন্ত্রিসভার অনুমোদন ও ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) মহাসড়ক আইন, ২০২০ পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। (২) সংশোধন/ পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে ভেটিংয়ের সময় তা সংশোধন বা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ/আলোচনা করতে হবে। (৩) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (আইন)/উপসচিব (সম্পত্তি) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়ায় আইনগত দিক যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনের নিমিত্ত খসড়া বিধিমালাটি গত ১৬/১১/২০২০ তারিখে মূল কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন বিধিমালায় কোনো অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতি রয়েছে কিনা তা পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে ফি নির্ধারণের বিষয়টি কীভাবে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তাই বিধিমালাটি বিআরটিএ কর্তৃক ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার পর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বসে খসড়া চূড়ান্ত করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে ভেটিং জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালাটি বিআরটিএ কর্তৃক পুনরায় ভালভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। (২) যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	গ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২০ প্রণয়ন: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য বিধিমালা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।	প্রয়োজনীয় সংশোধনের আলোকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা ২০২১ চূড়ান্ত করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	ঘ. সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০: উপসচিব (টোল) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গেজেট প্রকাশের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।	(১) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২১ গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব/ উপসচিব (টোল) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা এবং রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি অবহিত করেন, বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০ ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। তাই নীতিমালার আলোকে কীভাবে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষপরিচর্যা করা যায় এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে বৃক্ষরোপনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে অগ্রসর হওয়ার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০ এর আলোকে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের সংস্কার ও মেরামত এবং সাইন সিগনাল/রোড মার্কিং এর কাজ ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ এর পূর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ রোপন, পরিচর্যা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাসহ মৃত অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছ Replace এর কাজ অব্যাহত আছে।	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছ ঠিকাদার কর্তৃক পরিচর্যা করার বিষয়টি গাজীপুর সড়ক বিভাগ কর্তৃক তদারকি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছ ঠিকাদার কর্তৃক পরিচর্যা করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	(ঘ) বৃক্ষরোপনের বিষয় সচিব মহোদয় অবহিত করেন যে, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক। এছাড়া, ৪-লেন বিশিষ্ট আরো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি মহাসড়ক রয়েছে। এ মহাসড়কগুলোতে পর্যটকরা যাতায়াত করেন। তাই এসব মহাসড়কের মিডিয়ানে ও পার্শ্বে পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের মিডিয়ানে ও পার্শ্বে পরিকল্পিত উপায়ে নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টিম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঙ) এ বিভাগের গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ তার আওতাধীন এলাকা পরিদর্শনের যাত্রাকালে যে সকল মহাসড়ক অতিক্রম করবেন সে সমস্ত মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত গাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ঙ) মনিটরিং টিম প্রধানগণ তার আওতাধীন এলাকা পরিদর্শনের যাত্রাকালে যে সমস্ত মহাসড়ক অতিক্রম করবেন সে সমস্ত মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত গাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জোনের সকল সড়ক বিভাগের তথ্য প্রেরণ করেছে। ঢাকা জোনের নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, রংপুর জোনের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া ও লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ, বরিশাল জোনের বরিশাল ও ঝালকাঠি সড়ক বিভাগ, সিলেট জোনের হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ, খুলনা জোনের খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ জোনের শরীয়তপুর সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা জোনের কুমিল্লা ও চাঁদপুর সড়ক বিভাগ এবং ময়মনসিংহ জোনের নেত্রকোনাসহ মোট ৩২টি সড়ক বিভাগ তথ্য প্রেরণ করেছে। তবে যে সকল সড়ক বিভাগের ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারির কাজ সম্পন্ন করা হয়নি তা দ্রুত সম্পন্নকরতঃ পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি (সমন্বিত করে) এ বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-কে ১৪/১২/২০২০ তারিখ পত্র দেয়া হয়। জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (খ) ২০১৯ ও ২০২০ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজে হস্তান্তরিত সড়ক/রাস্তার গেজেট সংগ্রহ করার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ২৩টি এবং ২০২০ সালে ১৩টি সড়ক স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত হয়েছে, যার গেজেটের কপি সংগ্রহপূর্বক নামজারির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	(খ) ২০১৯ ও ২০২০ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজে হস্তান্তরিত সড়ক/রাস্তার গেজেট সংগ্রহপূর্বক নামজারির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঘ) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলমক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ইত্যাদি অব্যাহত এবং মহাসড়কের ১০ মিটারের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) (১) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ইত্যাদি অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) (২) মহাসড়কের ১০ মিটারের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঙ) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ওভার লোডের ফলে সেতু/বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন/ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়ের অব্যাহত আছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সড়ক কর্তৃক ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দায়ের করা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। প্রধান প্রকৌশলী আরো অবহিত করেন গত ১২/০১/২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কে একটি বেইলী ব্রিজ ওভার লোডের ট্রাক পার হওয়ার সময় ভেঙ্গে গেছে। আপততঃ যানচলাচল বন্ধ রয়েছে। ইতোমধ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় মামলা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, গাবতলী-সাভার রোডেও একটি বেইলী ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর সাথে কথা হয়েছে। ব্রীজটি দ্রুত সংস্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	(ঙ) (১) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) (২) ওভার লোডের ফলে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কে বেইলী ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণ ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। (ঙ) (৩) মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) (৪) যুগ্মসচিব (আইন) মামলাগুলো/ বিষয়টি তদারকি করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ২১/১২/২০২০ ও ২২/১২/২০২০ তারিখ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন গোন্ডগোলা থেকে মুন্সীখোলা পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাঁচ তলা বিশিষ্ট ০৩টি ছাদওয়ালা কংক্রিটের পাকা বাড়ি, ৮০টি সেমি পাকা দোকান, ১১০টি কাঁচা দোকানসহ মোট ১৯৩টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০৩ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ৩৫ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ঢাকা জোনে সম্প্রতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে কাজের পরিধি ও দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	যোগদানের পর ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে তার কাজের পরিধি ও দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক গত ২২/১২/২০২০ ও ২৩/১২/২০২০ তারিখ বাগেরহাট সড়ক বিভাগাধীন ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট-ফকিরহাট-নওয়াপাড়া জাতীয় মহাসড়ক (কাটাখালী মোড় হতে নওয়াপাড়া পর্যন্ত) এবং নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের (নওয়াপাড়া হতে বাগেরহাট বাসস্ট্যান্ড মোড় পর্যন্ত) সড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠা পাকা/আধাপাকা ৪০০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ১০ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারদর ৩০ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) গত ০৮/১২/২০২০ তারিখ ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে ইন্দ্রপোল নামক স্থানে সুচক্রদন্ডী, আল্লাই, পটিয়া মৌজায় ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় পটিয়া সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা কাচাঁ/পাকা/আধাপাকাসহ ১৫টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ৫১ শতক ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ৫.০৫ কোটি টাকা। (খ) গত ২১/১২/২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকচড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি সড়কের ১৪তম কিলোমিটার কাটিরহাট এ সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ১৫৬টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ১.৫৮ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ৫.৫৩ কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গোপালগঞ্জ জোন হতে শুধুমাত্র ফরিদপুর সড়ক বিভাগ, রাজশাহী জোন হতে রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর সড়ক বিভাগ ও কুমিল্লা জোনের অধীন নোয়াখালী সড়ক বিভাগ হতে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ৫৮টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে সকল জোন এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে নিজ উদ্যোগে বিল বোর্ড অপসারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণে মন্ত্রী মহোদয়ের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রধান প্রকৌশলীকে সচেষ্ট ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৯.	**<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u>** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ২৬১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১,৩০৫টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ১৯,৪০,১৭০/-(উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশত সত্তর) টাকা জরিমানাসহ ১৭টি যানবাহন ডাম্পিং-এ প্রেরণসহ ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি ছোট ও অননুমোদিত যানবাহন সড়ক/মহাসড়কে চলাচল বন্ধসহ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, পুলিশ বিভাগের নিবিড় তদারকি/টহল বৃদ্ধি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মেট্রোপলিটন/জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৮/১২/২০২০ তারিখে বিআরটিএ হতে সকল বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, ডিআইজি হাইওয়ে, ডিআইজি, সকল জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিআরটিএ'র বিভাগীয় উপপরিচালক(ইঞ্জি:), সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:)গণ-কে পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন জেলা পর্যায় থেকে জেলা প্রশাসকগণ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে জেলা প্রশাসকগণ অনেক সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতামত/সুপারিশ/সহযোগিতা চেয়ে থাকেন। কিন্তু প্রতিবেদনের আলোকে বিআরটিএ বা মন্ত্রণালয় হতে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ ধরণের প্রতিবেদনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক কোনো পরামর্শ থাকলে তাদেরকে অবহিত করা প্রয়োজন। প্রতিমাসে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে কতগুলো প্রতিবেদন পাওয়া যায় তার আলোকে কী ধরণের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে তার একটি সমন্বিত প্রতিবেদন বিআরটিএ হতে মন্ত্রণায়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সাথে জেলা প্রশাসকদের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয়ের এস্টেট উইং হতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা আহবানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ ও তাদের মতামত/সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে। (খ) (৩) জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কতগুলো প্রতিবেদন পাওয়া যায় এবং তদানুয়ায়ী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রতিমাসের ৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (৪) জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
১০	**বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিবহণে সেবাদান মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ০১/০১/২০২১ তারিখ হতে বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত ১৫৭টি বাস পরিদর্শন করে। ভাড়ার তালিকা, ড্রাইভারের ছবি ও মোবাইল নম্বর, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট না থাকা এবং নোংরা ও অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করায় বিআরটিসি'র ৪০টি বাসকে ৩১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত আছে। যে সকল বাসকে জরিমানা করা হয়েছে তার নম্বর ও যে কারণে জরিমানা করা হয়েছে তার তথ্যাদি উল্লেখ করে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অবহিত করার জন্য সভাপতি বিআটিএ'র চেয়াম্যানকে পরামর্শ প্রদান এবং একই সাথে মাসব্যাপী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক যে সকল গাড়ীকে জরিমানা করা হয়েছে ঐ সকল গাড়ীর ড্রাইভার, কন্ট্রাকটর, হেলপারদের সতর্ক এবং বিআরটিসি বাসগুলো যথাযথ নিয়ম মেনে যাতে পরিচালনা করে এবং ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক জরিমানা করার ঘটনা না ঘটে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে পুনরায় ডিপো ম্যানজারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং তথ্যাদি বিআরটিসিতে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিআরটিসি বাসগুলোকে যথাযথ নিয়ম মেনে পরিচালনার জন্য পুনরায় ডিপো ম্যানজারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪০টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সার্ভে রিপোর্টের মালামালগুলো আগামী ২ মাসের মধ্যে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন সড়ক বিভাগের আওতাধীন অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির দ্রুত সময়ের মধ্যে নিলামে বিক্রি করার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক সকল কার্যক্রম যথাযথ প্রক্রিয়ায় চলমান রয়েছে। কতটি সড়ক বিভাগে কতগুলো সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং কতগুলো সড়ক বিভাগে সার্ভে রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তার একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৩১টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৩৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৮টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২১টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলীর বরাবর বরাদ্দের চাহিদা প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দ স্বাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (গ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে **যানবাহন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** নামে একটি সফটওয়ার চালু আছে। উক্ত সফটওয়ারে সওজ অধিদপ্তরের সকল যানবাহন ও ইকুইপমেন্টসমূহের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) কতটি সড়ক বিভাগে কতগুলো সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং কতগুলো সড়ক বিভাগে সার্ভে রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন তার একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ক) (২) বিধি মোতাবেক দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে অকেজো যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রি সম্পন্ন করতে হবে। (খ) ৩৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেইজ সফরওয়্যারটির চালু রাখতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশি:)
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিতকরণ:** সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র গাড়ীচালকের ১টি এবং অফিস সহায়কের ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ গত ২৪/০৮/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে অদ্যবধি সুপারিশ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (খ) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ সহকারী সচিব (ডিটিসিএ)/যুগ্মসচিব (সমন্বয়: ও প্রশি:)
১৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর'২০২০ ও জানুয়ারি'২০২১ মাসে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ২টি পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা দুটি'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সচিব মহোদয় অবহিত করেন যেকোনো উপায়ে আমাদের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন। কোনো প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে থাকলে পরবর্তী প্রান্তিকে তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা তথ্যাদি এপিএ'র নিয়মিত সভায় উপস্থাপন করবেন। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ পিছিয়ে পড়া লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করে পরবর্তী প্রান্তিকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিবেন এবং এপিএ'র নিয়মিত সভায় উপস্থাপনের বিষয়গুলো মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। এপিএ অর্জনের সফলতা/ব্যর্থতা কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন মূল্যায়নে প্রতিফলিত করার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থাসহ সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) (১) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) এপিএ'র কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের তৎপর হতে হবে। (ক) (৩) কোনো প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে থাকলে পরবর্তী প্রান্তিকে	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		তা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এপিএ'র নিয়মিত সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ক) (৪) এপিএ অর্জনের সফলতা/ব্যর্থতা কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন মূল্যায়নে প্রতিফলিত করতে হবে।	
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২০-২০২১: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান- (১) গত ১৫/১২/২০২০ তারিখে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২য় প্রান্তিকের ডিসেম্বর, ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং ২৪/১২/২০২০ তারিখে এ বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২য় প্রান্তিকের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। NIS অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে তাগিদ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০৪/০১/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০) এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ। এ বিভাগের NIS বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রমাণকসহ যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। (২) অধীন সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর ৩য় প্রান্তিকের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভাপতি জানান কোনো প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রা পিছিয়ে পড়লে পরবর্তী প্রান্তিকে তা অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য NIS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উদ্যোগ নিবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি NIS পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণও তাদের পিছিয়ে পড়া লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করে পরবর্তী প্রান্তিকের জন্য নির্ধারণ এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (২) (ক) NIS-এর পিছিয়ে পড়া লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী প্রান্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি NIS পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) (খ) দপ্তর/সংস্থা পিছিয়ে পড়া লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী প্রান্তিকের জন্য নির্ধারণ করবে এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(গ) Grievance Redress System (GRS) : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান- ডিসেম্বর ২০২০ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ০১টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগটি সওজ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখে মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) দপ্তর/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) Public Service Innovation: উপসচিব (টোল) জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত Innovation সংক্রান্ত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিআরটিএ'র যেকোনে সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, "বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা চিহ্নিতকরণ" এ্যাপসটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বাস কাউন্টার নির্ধারণে সমস্যা থাকায় এটি চালু করা যায়নি। তবে শিঘ্রই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বাস রুট নির্ধারণ করা হবে এবং আগামী মাসের মধ্যে এ এ্যাপসের মাধ্যমে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের যাত্রীগণ সেবা নিতে পারবেন। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, খুব শিঘ্রই যেকোনে সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম শুরু করা হবে। এছাড়া,'ঘরে বসে মোটরযানের ট্যাক্স টোকেন' সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ২১/০৬/২০২০ থেকে ৩১/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বিকাশ (bkash)-এর মাধ্যমে ৬৩০টি যানবাহনের ট্যাক্স টোকেন নবায়নপূর্বক গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। গত ২০/১২/২০২০ তারিখে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, আগামী মাস থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের যাত্রীগণ "বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা চিহ্নিতকরণ" এ্যাপসের সেবা গ্রহণ করতে পারবে। রুট রেশনালাইজেশনের কারণে ঢাকা মহানগরীতে কাউন্টার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এটি করা হলেই ঢাকা মহানগরীতে এ এ্যাপসের সেবা চালু করা সম্ভব হবে। (২) উপসচিব (টোল) জানান, সওজ অধিদপ্তর ও ডিএমটিসিএল ছাড়া অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার Innovation Idea নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়নি। ১৩/০১/২০২১ তারিখে বিআরটিসি'র আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। বিআরটিএ ও ডিটিসিএ হতে কোনো আইডিয়া পাওয়া যায়নি। আগামী ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে আইডিয়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত Innovation সংক্রান্ত আইডিয়াসমূহের কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যকরভাবে চালু করতে হবে। (২) বিআরটিএ ও ডিটিসিএ-কে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ আগামী ২১ জানুয়ারি ২০২১ সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঙ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথি রিপোর্ট জেনারেট না হওয়ায় কোনো তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে এটুআই-এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, বর্তমানে ই-নথি সিস্টেমে অফিস ও শাখাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। সার্ভারে আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়া চলমান আছে। পরবর্তী মাসগুলোতে প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।	ই-ফাইল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(চ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম) জানান, পানগাঁও হতে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৫.০০ কিলোমিটার সড়ক সরকারের ব্লু ইকোনমির পরিকল্পনাভুক্ত সড়ক হিসেবে সড়কের মালিকানা বিআইডাব্লিউটিএ হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব গত ১৯/১১/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে সভা হয়েছে। সড়কটি সওজ এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হলেই ৪-লেনে উন্নীত করার কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান, পানগাঁও হতে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৫.০০ কিলোমিটার সড়কের সার্ভে ও ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটি হস্তান্তরিত হলেই সওজ অধিদপ্তর হতে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।	সড়কটি সওজ এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হওয়ার পর ৪-লেনে উন্নীত করার কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা) যুগ্মসচিব (পরি: ও কার্য:)/সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা শাখা)
১৪.	**বিবিধ:** **ক. Rapid Pass:** (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, Rapid Pass ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP সংশোধন পরিমার্জন করে পুনর্গঠন করা করা হয়েছে, শিঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত আছে। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর প্রচার প্রচারণা অব্যাহত আছে। তিনি আরো জানান, Rapid Pass বিআরটিসি বাসে জনপ্রিয় করা ছাড়া সাধারণ বাসে জনপ্রিয় করা সম্ভব নয়। বিআরটিসি বাসে এটি সর্বাত্বক চালু হলে সাধারণ মানুষ এটিকে গ্রহণ করবে। বিআরটিসি বাসে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের পুনর্গঠিত TAPP ডিটিসিএ হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ রুটে পরিচালিত এসি বাসে Rapid Pass চালুর লক্ষ্যে ডিটিসিএ হতে সভা আহবানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(২) (খ) বিআরটিসি বাসে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ রুটে পরিচালিত এসি বাসে Rapid Pass চালুর লক্ষ্যে ডিটিসিএ সভা আহবান করবে।	
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব জ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন চালক, কন্ডাক্টরদের নামে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারি ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারা গ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাসগুলো আটকপূর্বক ডিপোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপো ম্যানেজার'দের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বকেয়া আদায় ও শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর'২০২০ মাসে ০৭টি ডি.ও পাওয়া গিয়েছে। ৭টি ডি.ও পত্রের ওপরই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মার্চ'১৮ হতে ডিসেম্ব'২০ পর্যন্ত ৩১৭টি ডি.ও পত্র পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ১৭টি ওপর গৃহীত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ২৯১টির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান আছে। ৫টি ডি.ও পত্র এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। সাধারণত ডি.ও পত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রেরককে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে অবহিত করা হয়ে থাকে।	ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, গত ১৩/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিটিসিএ'র পরিচালনা পরিষদের ১৪তম সভায় ডিটিসিএ প্রদত্ত ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র ব্যতীত বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পের নকশা অনুমোদন না করার বিষয়ে রাজউক নিশ্চিত করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চেয়ারম্যান, রাজউক এ বিষয়ে ডিটিসিএ'কে পত্র মারফত অবহিত করবেন।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব, ডিটিসিএ
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: **প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান-** (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে মহাসড়কে টোল আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় নির্মাণাধীন মহাসড়কে টোল আদায়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে ঢাক-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে টোল আদায়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১৪/০১/২০২১ তারিখে একটি সভার আহবান করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সার্ভিস রোড না থাকায় এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পিপিপি'র আওতায় যাবে বিধায় এ দু'টি মহাসড়ক বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় নির্মাণাধীন সড়কে টোল আদায়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। কোন প্রক্রিয়ায় এবং মহাসড়কের কোন্ স্থানে টোল আদায় করা যাবে এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(১) ঢাক-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (২) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় নির্মাণাধীন মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সমস্যা নিরসন বিষয়ক: সহকারী সচিব (এমআরটি) জানান, (১) ভাড়ার হার নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করার পর গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাহী পরিচালক ডিটিসিএকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান গত ১০/০১/২০২১ তারিখে কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি আরো বেশ কয়েকটি সভা করে তাদের সুপারিশ যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করবে। (২) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের প্রস্তাব এ বিভাগ হতে গত ০৯/১২/২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অনবধানতাবশত এ বিভাগ হতে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরিত মতামতের ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের বিষয় উল্লেখপূর্বক পুনরায় ০৫/০১/২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয় হতে অতিরিক্ত কিছু তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে যা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে তথ্যাদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি আরো ত্বরান্বিত হবে।	(১) মেট্রোরেলের ভাড়ার হার নির্ধারণে গঠিত কমিটির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট
	জ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মার্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় সংক্রান্ত গত ১২/০১/২০২১ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সর্বশেষ গত ১২/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার প্রধান/ এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	ঝ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, তদারকি, সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোন সংশ্লিষ্ট এ বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান সিলেট সড়ক জোনের ৪টি সড়ক বিভাগের মধ্যে সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ চলমান আছে। তন্মধ্যে হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ড্রাইভারদের বিশ্রামাগার স্থাপন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে কিছু জটিলতা রয়েছে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আপত্তি রয়েছে। জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা হয়েছে। জেলা প্রশাসক একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে জানিয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, রংপুরের জোনের আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সভা করা হয়েছে। ছোট-খাট কিছু সমস্যা রয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সচিব মহোদয়ের বরাবর দাখিল করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (আইন) জানান, ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতাভুক্ত শেরপুর সড়ক বিভাগের মৌজা রেট না থাকায় ভূমির দর নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি সমস্যা রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। খুব শিঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে। অতিরিক্ত সচিব (ঢাকা জোন) জানান, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগে ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলো নিরসনে প্রধান প্রকৌশলী ও ঢাকা জোনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া, এ বিভাগের ডিএফডিপি শাখার উপসচিব বেগম সুলতানা ইয়াসমীন অবহিত করেন, ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক/প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ যে প্রস্তাব করেন তাতে অনেক সময় ভাষাগত বা তথ্যগত ভুলত্রুটি থাকে। ফলে নথি প্রক্রিয়াকরণে অনেক সময় বিলম্ব ও সমস্যা হয়। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে বিষয়গুলো ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	(১) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটির আহবায়ক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে জটিলতা নিরসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং পরামর্শ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক/প্রাক্কলন অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে ভাষাগত বা তথ্যগত ভুলত্রুটি যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/উপসচিব (জিএফডিপি)
	ঞ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৬টি (১ম শ্রেণির ২৮টি, ২য় শ্রেণির ২০টি, ৩য় শ্রেণির ১৪টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি) শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে-২য় শ্রেণির ২০টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিপিএসসি হতে ২টি পদে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া গেছে। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ৪টি পদের সুপারিশ এখনও না পাওয়ায় ২২/১২/২০২০ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। ২টি পদ সংরক্ষিত। তাছাড়া, পদোন্নতি কোটার ১২টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তার ২টি পদে ২ জনকে পদোন্নতির সুপারিশ প্রাদনের জন্য ১৭/১২/২০২০ তারিখে বিপিএসসি'তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১০টি পদ পূরণ		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১৪টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। অবশিষ্ট ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত আগামী ১৪/০১/২০২১ তারিখে অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট ১২টি পদ সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্য দৈনিক পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১২২টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-বিভিন্ন গ্রেডের ১২টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা বদলি/পদায়নের লক্ষ্যে গত ২০/১২/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ৭ম গ্রেডভুক্ত ১৩ জন এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ৫ জন মোট ১৮ জন জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন ৯ম গ্রেডের ২টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এছাড়া, ১১-১৭ তম গ্রেডের পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অফিস সহায়কের ১৩টি পদের অউটসোসিং নিয়োগ পদ্ধতির শর্ত প্রত্যাহারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ২০/০৯/২০২০ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০ অনুযায়ী পদোন্নতিযোগ্য এবং অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ১৫৯৫টি পদ শূন্য রয়েছে। ৪৮২টি শূন্যপদের ছাড়পত্র মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৭৪টি পদ সরাসরি এবং ৪টি পদ পদোন্তযোগ্য। সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৭৪টি পদের মধ্যে ৯টি ১ম শ্রেণির, ২৬টি ২য় শ্রেণির, ২৯টি ৩য় শ্রেণির ও ১০ টি ৪র্থ শ্রেণির পদ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং মন্ত্রণালয়ে গত ৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ১৮/০১/২০২১ তারিখে ডিপিসি সভা অহবান করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির ১ টি, ২য় শ্রেণির ৮টি পদে নিয়োগের নিমিত্তে পিএসসি'র রিক্যুইজিশন ফরম পূরণ করে ১২/১/২০২১ তারিখে এবং ৩য় শ্রেণির ৪টি শূন্য পদে ছাড়পত্র চেয়ে ১৭/১/২০২১তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৩২৬টি শূন্য পদ রয়েছে তন্মধ্যে-১ম শ্রেণির ২০৪টি, ২য় শ্রেণির ১৯৭টি, ৩য় শ্রেণির ২৫৩৭টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৩৫৭টি পদ রয়েছে। ইতোপূর্বে পিএসসিতে প্রেরিত ১ম শ্রেণির ৮৮টি সহকারী প্রকৌশলী ক্যাডার পদ পূরণের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ৪৪ জনকে এবং ৪টি পদ নন ক্যাডারভুক্ত সাধারণ পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলী ৯৯টি পদের প্রস্তাব পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ৬টি ক্যাটাগরীতে শূন্য পদ পূরণের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিঘ্রই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। এছাড়া, মামলা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণে একটু জটিলতা আছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে ১৮/০১/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শূণ্যপদ পূরণ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করে বলেন মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর/সংস্থাকে টাইমলাই অনুসরণ করে শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। সভায় শূন্যপদ পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নিদেশনা অনুসরণপূর্বক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/
	ট. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণ ও চলাচলের বিষয়ে সংশ্লিস্ট স্টেক হোল্ডার ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ৩টি সভা করা হয়েছে। উক্ত সভার মাধ্যমে ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারিচালিত ছোট ছোট যানবাহনসমূহ নিয়ন্ত্রণের সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালা সচিব বরাবর দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে কমিটির সুপারিশমালার আলোকে করণীয় বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)-এর উপস্থিতিতে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও চলাচলের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটির সুপারিশের আলোকে করণীয় বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু ও শাহ আমানত সেতুতে ইতোমধ্যে এ্যাপস ভিত্তিক ETC চালু করা হয়েছে। এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নীতিমালা অনুসরণ করে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ আনলাইন (Online) পদ্ধতিতে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	তারিখ পর্যন্ত ২০,৯২৪টি রাইড শেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	করতে হবে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়ায় আইনগত দিক যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনের নিমিত্ত খসড়া বিধিমালাটি গত ১৬/১১/২০২০ তারিখে মূল কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন বিধিমালায় কোনো অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতি রয়েছে কিনা তা পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে ফি নির্ধারণের বিষয়টি কিভাবে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তাই বিধিমালাটি বিআরটিএ কর্তৃক ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার পর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বসে খসড়া চূড়ান্ত করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে ভেটিং জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালাটি বিআরটিএ কর্তৃক পুনরায় ভালভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। (২) যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন করে খসড়া আইন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ডিটিসিএ-তে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া আইনটি চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন করে খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০.০১.২০২১
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব